এ.কে.ডি.প্রোডাকসনের
নিবেদন
পরিচালনা- অমর দত্ত
4-1-52

এ,কে,ডি,প্রোডাকসন

"জবানবন্দী"

প্রযোজনা, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : অমর দত্ত

কাহিনী ও গীতকার : প্রণব রায়

সুরশিল্পী : গোপেন মল্লিক

চিত্রশিল্পী : দিব্যেন্দু ঘোষ

শব্দযন্ত্রী : পরিতোষ বোস

গান তুলেছেন : অবনী চ্যাটার্জ্জী (বি, এন, এস)

সম্পাদনা : রমেশ যোশী

শিল্প-নির্দ্দেশনা : মদন গুপ্ত

আলোক-সম্পাত : বিমল দাস

স্থিরচিত্র : সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

রসায়নাগার : জগবন্ধু বসু

রূপসজ্জা : সুধীর দত্ত

সাজসজ্জা : সন্তোষ দাস

অর্কেষ্ট্রা : এইচ, এম, ভি

ব্যবস্থাপনা : যোগেশ মুখার্জ্জী, জিতেন গল

সহকারীগণ :

পরিচালনায় : ললিত চক্রবর্ত্তী, সিতাংশু ঘোষ, যতীন দত্ত, ফণী লাহিড়ী

চিত্রশিল্পে : বীরেন কুশারী, প্রসূন ঘোষ কালী বন্দ্যোপাধ্যায়

শব্দযন্ত্রে : সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমেন চ্যাটার্জ্জী, অমর ঘোষ

সঙ্গীতে : জানকী দত্ত

সম্পাদনায় : নরেশ দাস, সৌরেন গুপ্ত

শিল্প নির্দ্দেশনায় : সুরজিত সাহা, খগেন দত্ত

রসায়নাগারে : প্রফুল্ল মুখার্জ্জী, দুর্গাদাস বোস, নবকুমার গাঙ্গুলী

আলোক-সম্পাতে : রবীন দাস, লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষ, হরি সিং, ইন্দ্রমণি

ব্যবস্থাপনায় : দানী মিত্র, তারক

রূপসজ্জায় : সুরেশ দাস

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : সুরেন্দ্ররঞ্জন সরকার, পরিতোষ বোস, অজিত দত্ত ও যুগান্তর পত্রিকা

ইষ্টার্ণ টকীজ ষ্টুডিওতে R. C. A. শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও হাউসটন মেসিনে পরিস্ফুটিত

রূপায়ণে :

অনুভা গুপ্তা, স্মৃতিরেখা বিশ্বাস, ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, রবীন মজুমদার, কানু বন্দ্যোঃ, শ্যাম লাহা, পশুপতি কুণ্ডু, বেলা বসু, লক্ষ্মী রায়, আশা দেবী, পুরু মল্লিক, ভানু বন্দ্যোঃ, রাজকুমার ও আরও অনেকে

একমাত্র পরিবেশক : [illegible] : ৫৬, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিদায় হে পৃথিবী, বিদায়! জীবনের এপার
থেকে আমি যাত্রা ক'রেছি মৃত্যুর ওপারে—
মনে রেখ হে পৃথিবী, মনে রেখ একদিন
তোমায় ভালবেসেছিলাম... ... ...

জবানবন্দী

আমার কলেজের সহপাঠী রত্না—নামকরা জমিদার চন্দ্রকান্ত রায়ের একমাত্র আদরের কন্যা। ছোটবেলায় তার মাকে হারাবার পর হ'তে সে তার আশু কাকার কাছেই মানুষ হয়েছিল। এই আশু কাকা হ'ল তাদের বহুদিনের মানে পুরোন আমলের ভৃত্য। ছোটবেলা হ'তে তারই যত্নে, আদরে লালিত পালিত হ'য়েছিল ব'লে তাকে রত্না আশুকাকা ব'লেই ডাকত এবং এই পরিবারে অনেক সুখ দুঃখের সহিত আশুকাকা নিজেকে তাদেরই একজন মনে ক'রে জড়িয়ে নিয়েছিল। আমি ও রত্না শুধু সহপাঠীই ছিলাম না—আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাও বেশ হ'য়েছিল। আমাদের মধ্যে যে প্রেম জন্মায়-নি এ কথা বলছি না—তবে সোজাসুজি ভাবে পরস্পরকে পাবার আকাঙ্খাটা তখনও প্রকাশ হ'য়ে উঠেনি। এইভাবে কিছুদিন যাবার পর আমি বি, এ, পরীক্ষায় ফেল করি। রত্নারই সাহায্যে অর্থাৎ তার বাবার কাছ হ'তে দেওয়া টাকায় আমি বিলেত যাই আমার বহুদিনের একটা আশা মেটাতে। কলেজে পড়ার সময় আমার খুব ইচ্ছে ছিল যে বিলেতে গিয়ে আমি সেখানকার নাট্যকলা ও প্রয়োগশিল্প সম্বন্ধে ভালভাবে শিখে এসে বেশ নামজাদা কলাবিদ হব—ফিরে এসে এখানকার থিয়েটারগুলোর বিরাট একটা পরিবর্তন এনে দেব। আমার বিলেত থাকার সময় একদিন রত্না তার বান্ধবী অনিমাদের বাড়ী যায়। সেদিন ছিল অনিমার ছেলের অন্নপ্রাশন। সেখানে তার বান্ধবীর দাদা সুকান্তর সহিত রত্না পরিচিত হয়। এই সুকান্ত কলেজের সমস্ত প্রীতি উৎসবে গান গেয়ে আমাদের সকলেরই হৃদয় জয় ক'রেছিল। শুধু কলেজের উৎসবেই নয়, রেডিওতে ও অন্যান্য আসরেও গান গেয়ে সে বেশ নাম ক'রেছিল তার সু-কণ্ঠস্বরে। রত্না খুব গান ভালবাসত—তাই সুকান্তকে তার ভাল লেগেছিল। আমি তার কাছে না থাকার নিঃসঙ্গতা তাকে সুকান্তর সহিত মেলা-মেশার সুযোগ দেয় বেশী। এই ঘনিষ্ঠতা এমনই তীব্র হ'য়ে উঠে যা তাদের প্রেমে

আবদ্ধ করে। এই প্রেমই তাদের একদিন মিলনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু রত্নার বাবা জমিদার চন্দ্রকান্ত রায় এই সামান্য মাইনের কেরাণী সুকান্তের সহিত তাঁর আভিজাত্যের দোহাই দিয়ে তাদের বিয়েতে রাজী হন নাই। পরে রত্নার সেই আশু কাকার প্রচেষ্টায় তাদের বিয়ে হ'ল। কারণ আশুকাকা মনে ক'রেছিল যে রত্না সুকান্তর সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হ'লে সুখী হবে।

এমনই আমার ভাগ্য—তাদের বিয়ের পরের দিনই আমি বিলেত থেকে ফিরে আসি এবং প্রথমেই রত্নার কাছে যাই। সেখানে তাদের বাড়ী গিয়েই দেখি রত্নার পাশে সুকান্ত -রত্নার সিঁথেয় সিঁদুর। আমি রত্নাকে এই অবস্থায় দেখে বেশ মর্ম্মাহত হ'ই। ফিরে এসে ডাক পেলাম ডায়মণ্ড থিয়েটারকে ঢেলে সাজাবার ভার। সেখানকার নায়িকাকে দেখে আমার সবদিক দিয়ে অচল মনে হয়। খুঁজতে খুঁজতে শেষে রাস্তা হ'তে এক ভিক্ষুকের পালিত মেয়েকে নিয়ে আ'সি -নাম তার কাজল। এই কাজলকে নিয়েই ডায়মণ্ড থিয়েটারকে আবার সঞ্জীবিত করি। এলো প্রচুর অর্থ আর যশ। কিছুদিন পরে অর্থ ও যশের সঙ্গে এলো কাজলের ভালবাসা। সে আমাকে তার সাথীরূপে পেতে চাইল—আমি ধরা দিলাম না। তারই পরে একদিন রত্নাদের বাড়ী যাই রত্নারই অনুরোধে। গিয়ে শুনি সুকান্তের চাকরী নেই -বাবার মতের বিরুদ্ধে বিয়ের জন্য চন্দ্রকান্তের বাড়ীতে তাদের স্থান হয়নি। খুবই অভাবে তারা দিন চালাচ্ছিল। আমি তখন করণাতেই বলুন বা প্রতিদান হিসাবেই মনে করুন সুকান্তকে ডায়মণ্ড থিয়েটারে যোগদানের কথা বলি—তার স্বকীয় কণ্ঠ-মাধুর্য্যের জন্য। সুকান্ত ডায়মণ্ড থিয়েটারে যোগ দিল। তাদের সংসারেও এল আবার নতুন আনন্দ। এইভাবে দিন চল্‌ছিল—আর একদিন আমি রত্নাদের বাড়ী যাই তারই নিমন্ত্রণে। আমার ঐ দিনটিতে যাওয়ায় সে খুব আনন্দিত হয়—কারণ সে দিন ছিল তাদের বিয়ের একটী বছর পূর্ণ হবার দিন। সুকান্তকে তখনও না দেখে রত্নাকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানতে পারি সে নাকি থিয়েটারে গেছে,—কাজ আছে ব'লে। আমি এতে আশ্চর্য্য হ'য়ে যাই কারণ সে দিন কোন অভিনয়ই ছিল না। পরে জানলাম যে কাজল আমার না পাবার ব্যর্থতা এই সুকান্তের উপরই সফল করতে চ'লেছে। সুকান্তও তাতে ধরা দিয়েছে। ক্রমেই সে নীচের দিকে নামতে সুরু ক'রেছে—রত্নাকে অবহেলা ক'রে। রত্না তার স্বামীর এই পঙ্কিল অবস্থার কথা জান্‌তে পেরে ছুটে আসে আমার কাছে—অনুরোধ করে আবার তার জীবনের পরিপূর্ণতা এনে দিতে। আমি কি করলাম সেইটাই জান্‌তে চাইছেন ত? কি-ই বা করলাম বা কি তার পরিণতি হ'ল.....এই-ই **'জবানবন্দী'**

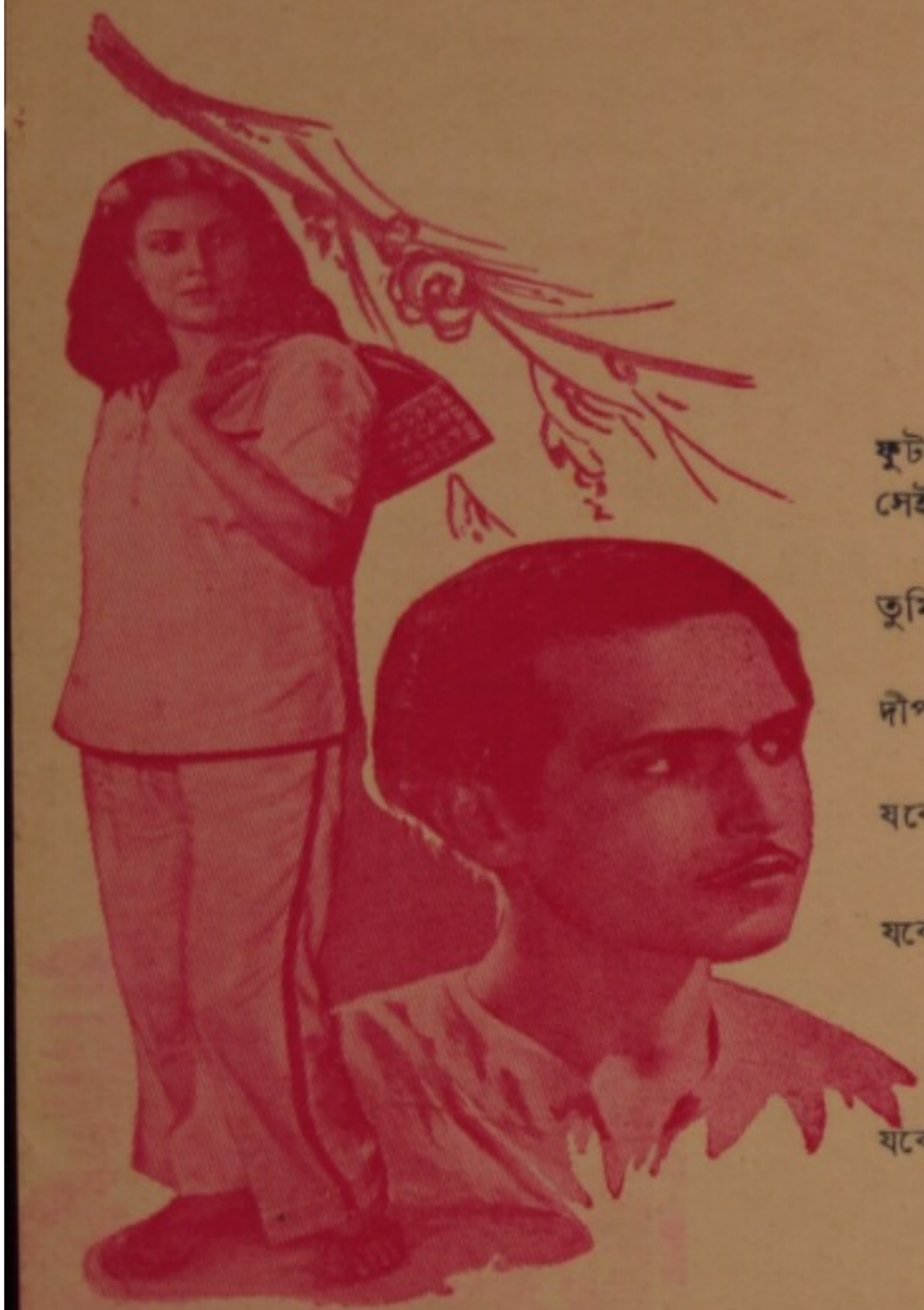

সঙ্গীত

(১)

সুকান্ত

গান শোনাতে এসেছি আজ একটু অবসরে—
যখন তোমার চোখে স্বপ্ন নামে সারাদিন পরে ॥
আমার এ গান ক্ষণিক ভালবাসা,
যেন একটি ঝলক যুথীর সুবাস
হাওয়ায় ভেসে আসা ।
এযে অলথ্-রাথী জড়িয়ে যাওয়া
তোমার দখিন করে ।
গান শোনাতে এসেছি আজ একটু অবসরে ॥

(২)

সুকান্ত

আজ নতুন সুরে বাঁধবো বীণার তার,
যেন আমার গানে তোমার প্রাণে
তোলেগো ঝঙ্কার ।
ফুটবে আমার গানের মধুমঞ্জরী,
সেই কুসুমে গাঁথবো যে হার সাতনরী—
মোর সপ্ত সুরের মালাখানি দেব উপহার ।
তুমি বৈশাখে যেন উমা বৈরাগিনী—
এলায়িত কুন্তলা তাপসিনী,
দীপক রাগে আমি বাঁধবো বীণা
গাঁথবো প্রথম ফুল গানের মালার ।
যবে শ্রাবণের বনে বনে কদম তুলে দেবে
কবরী মূলে শুনে রিম ঝিম সুর,
যবে নাচবে ময়ূর বাজবে আমার গানে মেঘ মল্লার—
যবে কুহেলী মলিন রাত্রির আঙ্গিনাতে—
প্রদীপ গুলিরে জ্বালাবে আপন হাতে,
পূরবীর তান বাজবে গানে আমার ।
যবে চন্দন কুমকুমে কুসুম সাজে
দেখা দেবে ফালগুনে মধুর লাজে,
সেদিন আমার গানে বাজবে বসন্ত বাহার ।

(৩)

কাজল

বল্ মোরে দাতা বল্ মোরে বল্
ও দুনিয়ার মালিক বল্ মোরে বল্
কারো মুখে হাসি কারো চোখে জল
এই কি বিচার তোর বল্ প্রভু বল্ ।

কারো ঘরে জ্বলে সোনার বাতি
কারো বা আকাশে আঁধার রাতি
কেন কারো পথে বাসা কারো বা মহল
এই কি বিচার তোর বল্ প্রভু বল্ ।

জীবনে হারায়ে কেউ ফিরে পায় গো
কেউ পেয়ে কেন জীবনে হারায় গো
কেন কেউ পেল কাঁটা কেউ ফুলদল
এই কি বিচার তোর বল্ প্রভু বল্ ।

(৪)

সুকান্ত—পান্থশালার সাকী জাগো—
জাগো মোর যৌবন স্বপ্ন
মেলিয়া মদির আঁখি।
আজো মোর বুকের মাঝে—
তোমারি নূপুর বাজে,
আজো মোর মনবন শাখে
বুলবুল ওঠে ডাকি।
জাগো মোর যৌবন স্বপ্ন
মেলিয়া মদির আঁখি।
মোর দিলরুবা কেঁদে বলে তুমি কই তুমি কই,
শেষ প্রহরের চাঁদ ডুবে যায় ডুবে যায় ঐ ;
আজও হিয়া ফেরে তোমায় খুঁজে
বলে পেয়ালা ভর্ দে ভর্ দে মুঝে,
অসীম তৃষ্ণা মোর বল জীবনে মিটিবে নাকি।

(৫)

সুকান্ত

আমি পথহারা গানের পাখী ক্ষণিকের অবসরে,
এসেছি তোমার ফুলবনে একটি রাতের তরে গো
একটি রাতের তরে।
ওগো মাধবী তোমার প্রাণে—
যদি দোলা লাগে আমার গানে,
মোর ফাগুনের গানখানি
তুলে নিও তুমি তুলে নিও বুকের পরে।
এসেছি তোমার ফুলবনে একটি রাতের তরে গো
একটি রাতের তরে।
আমি আজ গেয়ে যাই গান তব বিহ্বল বকুল বনে,
শুধু একটি হৃদয় যে গান গাহে
আর একটি হৃদয় শোনে।
যদি তব আঁখির কোনায়, মোর গানে স্বপ্ন ঘনায় ;
বল সে কথা কি পড়িবে মনে
কোনো মধুর অলস প্রহরে,
এসেছি তোমার ফুলবনে একটি রাতের তরে গো
একটি রাতের তরে।

(৬)

কাজরী—জানিনা কবে মন হারালো
প্রাণে ফুল ডোর জড়ালো।
মোর আঁখিতে ঝলকে তারা
নাচে তনুতে নিঝর ধারা
আজ আমার হিয়া যেন
বন পাপিয়া ডাকে পিয়া পিয়া।
রত্না—সাথীহারা মধুরাতি যায়
আশার প্রদীপ জ্বলে আশায়,
ভুল ক'রে কেউ পথ ভোলে
পথ চাওয়া কেউ ভোলেনা হায়।
তুমি কোথায়···তুমি কোথায়···
কাজরী—হায় একি ভালবাসার নেশা—
যেন সুধা ও বিষেতে মেশা,
এই মধুরাতে জাগি চাঁদের সাথে মোরা দুজনাতে।
রত্না—এ জীবনে কেউ যদি পায়,
কেন সে আবার পেয়ে হারায়,
ভালবাসা যেন দলিত ফুল ;
ঝরে যায় শুধু অবহেলায়—
তুমি কোথায়···তুমি কোথায়···

এ.কে.ডি. প্রোডাক্‌সনের
আগামী ৩খানি চিত্র!

ধাত্রীপান্না

পরিচালনা - অমর দত্ত
কাহিনী - প্রবোধ সরকার
শ্রেষ্ঠাংশে
চন্দ্রাবতী · মলিনা · নীলিমা
বিকাশ · নীতিশ
প্রভৃতি

GORA

ডাকগাড়ী

পরিচালনা-অজিত দত্ত
সঙ্গীত-জগন্ময় মিত্র

চিঠি

পরিচালনা
অমর দত্ত

একমাত্র পরিবেশক · রানা এণ্ড দত্ত · ৫৬, বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট কলিকাতা

এ. কে. ডি. প্রোডাক্‌সনের পক্ষ হইতে শ্রীশিবরাম বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ, কলিকাতা—৬ হইতে মুদ্রিত।
মূল্য—দুই আনা

C952
C952